দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

৩

৭৯

পাবনা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সাসপেণ্ড

সই জাল করে মাদ্রাসা ছাত্রদের মূল মার্কশীট ও সনদ সরবরাহকারী দলের সন্ধান লাভ

পাবনা, ১২ই জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সই জাল করে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ভুয়া মার্কশীট এবং প্রশংসাপত্র প্রদান করে অকৃতকার্য মাদ্রাসা ছাত্র–ছাত্রীদের উত্তীর্ণ করে দেবার কাজে লিপ্ত একটি সংঘবদ্ধ দলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এহ কাজে জড়িত থাকার দায়ে পাবনা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। ১ জন ছাত্রকে আটক করা হয়েছে।

এই চাঞ্চল্যকর জালিয়াতি ঘটনার সাথে জড়িত সংঘবদ্ধ দলের জনৈক আশরাফুল আলম (মামুন) ওরফে রফিকুল ইসলাম নামের একজন মাদ্রাসা ছাত্রকে পাবনা পুলিশ সম্প্রতি গ্রেফতার করেছে।

পাবনা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। —সংবাদ

একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, পাবনা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষও এই সংঘবদ্ধ দলের সাথে জড়িত রয়েছেন বলে জানা গেছে। এদের কেউ কেউ ঢাকাতে অবস্থানও করেন। এই সংঘবদ্ধ দলটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রদের নিকট থেকে হাজার হাজার টাকা গ্রহণ করার বিনিময়ে টেবুলেশন–শীটের প্রকৃত নাম্বার মুছে ফেলে উক্ত স্থানে ভুয়া নাম্বার বসিয়ে তাদের বিভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণ দেখিয়ে থাকেন। এভাবে এই দলটি ভুয়া মার্কশীট ও প্রশংসাপত্র তৈরী করে দীর্ঘদিন ধরে তাদের অপরাধমূলক তৎপরতা চালিয়ে আসছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে, পাবনা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও পুলিশের হাতে আটক মাদ্রাসা ছাত্র মামুন দলের অন্যদের সহায়তায় এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ জনেরও বেশী অকৃতকার্য ছাত্রকে ভুয়া মার্কশীট ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেছেন। অধ্যক্ষ সাহেব নিজে সই করে উক্ত ভুয়া প্রশংসাপত্রগুলো প্রদান করেছেন। এছাড়াও এ দলের দেয়া মার্কশীটে প্রদত্ত মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষর ও সীল রয়েছে। এভাবে নেয়া ভুয়া মার্কশীট এবং প্রশংসাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখানো অনেক ছাত্র বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে বলে জানা গেছে।

এ সমস্ত অপরাধমূলক কাজের সাথে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের একশ্রেণীর অসৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত রয়েছেন বলে আশংকা করা হচ্ছে।

পাবনা আলিয়া মাদ্রাসার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা তদন্ত করার জন্য মাদ্রাসা গভর্নিং বডির পক্ষ থেকে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ঘটনাটি প্রকাশ হবার পর মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জরুরী ভিত্তিতে একটি বৈঠক আহবান করেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেছেন।

মাদ্রাসা গভর্নিং বডির একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সই ও সীলসহ মোঃ আঃ হান্নান রোল নং ৭৫০৩, মোঃ আজিজুল হক রোল নং ৭৫০২, মোঃ রফিকুল ইসলাম রোল নং ১১৪১, মোঃ নূরুল ইসলাম রোল নং ৩১৭৯৩ এবং আসাদুল হক রোল নং ৪১২৮৮ নামে লিখিত ৫খানা মার্কশীট ও অলিখিত ৫ খানা মার্কশীটের সাদা পাতা, বেশ কয়েকটি টেবুলেশন শীট এবং অন্যান্য আরো কিছু কাগজপত্র মাদ্রাসা অধ্যক্ষ মাওলানা সদরুদ্দিন আহমেদের নিকট থেকে উদ্ধার করা হয়।